প্রথম আলো

তারিখ 23 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

অবশেষে ভাঙা হলো তালা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর ●

জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় গতকাল রোববার রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তালা খোলা হয়েছে। ঘণ্টাব্যাপী অভিযানে ভেঙে ফেলা হয় প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন ও ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকে ঝোলানো তালাগুলো। দীর্ঘ সাড়ে চার মাস পর ক্যাম্পাস উন্মুক্ত হওয়ায় উল্লসিত শিক্ষার্থীরা। তবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এখনো অনড় উপাচার্যবিরোধীরা।

২৭ জন শিক্ষকের পদোন্নতিসহ আরও কয়েকটি দাবিতে গত বছরের ২ নভেম্বর প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয় শিক্ষক সমিতি। পরে তা এক দফা উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে রূপ নেয় এবং একাডেমিক ভবন ও ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকেও তালা দেওয়া হয়। বন্ধ হয়ে যায় একাডেমিক ও শিক্ষা কার্যক্রম। আন্দোলন বেগবান করতে গঠন করা হয় সমন্বিত অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত তালাগুলো ভাঙেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা। জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) অশোক কুমার পাল এ সময় উপস্থিত ছিলেন। তবে উপাচার্য ছিলেন তাঁর বাসভবনে। তালা ভাঙার পর শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেকে নিজ নিজ কক্ষে যান। তাঁদের চেয়ার-টেবিলে ধুলার আস্তরণ পড়েছিল। তাঁরা তা পরিষ্কার করেন। পরে কয়েকটি বিভাগের ক্লাসও হয়েছে।

দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপাচার্য এ কে এম নূর-উন-নবী তাঁর বাসভবনে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তিনি বলেন, একাধিকবার তিনি আন্দোলনরত শিক্ষক সমিতিকে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। টানা আন্দোলনে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি আশা করছেন, শিগগিরই ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হবে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, আন্দোলনকারী শিক্ষকদের কিছু দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। আরও কিছু দাবি আলোচনার ভিত্তিতে সমাধানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা তা মানেননি বলেই জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আন্দোলনকারী 'অনড়' শিক্ষক নেতা পদার্থবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক গাজী মাজহারুল আনোয়ার বলেছেন, 'উপাচার্যের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।'